সংখ্যা-৩
মে,২০১৮

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

উপকূলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন প্রয়াস

সমৃদ্ধি পাল্টে দিচ্ছে উপকূল

দুই দশক আগেও যা ছিল জনহীন বন জঙ্গলে ভরা এক ধু ধু চর, সময়ের পরিবর্তনে তা আজ পরিণত হয়েছে সমৃদ্ধি গ্রামে। সবজি, মাছ, হাঁস-মুরগী,গবাদী পশুর চাষ আর নানা ভেষজ গাছ ও ফলের চাষ হচ্ছে প্রতিটি বাড়িতে। মাঠে উচ্চ ফলনশীল ধান আর বিশেষ সর্জন পদ্ধতি তে সবজি চাষ পরিবর্তন এনে দিয়েছে মানুষের জীবনের।

গল্পের মত হলেও সত্যি। বলছি হাতিয়া উপজেলার চর নজ্ঞুলীয়া আর নলের চর নিয়ে নব গঠিত চানন্দী সমৃদ্ধি ইউনিয়ন এর কথা । নজ্ঞুলিয়াচরে বসবাসকারী নদী ভাঙ্গনের কবলে বাস্তহারা পরিবার সমূহের নিজেদের প্রচেষ্টায় ও সরকারি বেসরকারি সহযোগীতায় এটা সম্ভব হয়েছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্মিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগীতায় একসময়ের ধু ধু প্রান্তরে বইছে সমৃদ্ধির সুবাতাস।

মাত্র ৩ বছর আগে শুরু হওয়া সংস্থার দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমুহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসুচীর সুফল দেখা গেছে এই চরে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ও পিকেএসএফ এর দেয়া নানা প্রশিক্ষণ এবং উপযোগী ঋণ সিহযোগীতা নিয়ে আজ এই অঞ্চলের মানুষগুলো স্বাবলম্বী। সমৃদ্ধি প্রকল্পের সুবাধে শুধু হাতিয়া উপজেলার চানন্দী ইউনিয়নের ই নয় নোয়াখালির সুবর্নচর, কোম্পানীগঞ্জ,নিঝুমদ্বীপসহ বিভিন্ন এলাকায় এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন । পিকেএসএফ তথ্য অনুযায়ী,২০১০ সাল থেকে ১১২ টি সহযোগী সংস্থার ২৯১ টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৮ টি বিভাগের অন্তর্গত ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ই কর্মসূচীর লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা ৪৩৯৫৮৫২ জন।

এক সময় বাস্তহারা নঙগুলিয়া চরের বিলকিস-আলাউদ্দিন দম্পতির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তাদের সাজানো গোছানো সমৃদ্ধ বাড়ি। তাদের বাড়িতে রয়েছে সাজানো গুছানো গরু -ছাগল, ও দেশী মুরগির ঘর। পুকুরভর্তি মাছ, সেই পুকুরপাড়সহ বাড়ির চত্বরেই সাজানো গোছানো সবজির বাগান।দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা থেকে মাত্র 'পাঁচ হাজার টাকা' ক্ষুদ্র ঋণ সহযোগীতা নিয়ে সরকারের দেওয়া ১৫০ শতক খাস জমিতে শুরু হয়েছিল তাদের নতুন জীবন। বর্তমানে তাদের মূলধন এসে ঠেকেছে পাঁচ লাখ টাকা'র উপরে।

সুলতানা-রাশেদ দম্পতির বাড়িতে গিয়ে রীতিমতো আশ্চর্য হতে হয়। সদ্য বরদ্দপ্রাপ্ত মাত্র ১৫০ শতক খাস জমিতে সুন্দর করে সাজানো গোছানোভাবে পাল্টে ফেলেছেন জীবনের চিত্র। বাড়ির চত্বরে সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জাতের কলাগাছ।বছরে গাছের কলা বিক্রি করে লাভ হয় 'লাখ খানেক টাকা'। নালায় মাছে আর আইলে সর্জন পদ্ধতিতে সবজি চাষ করেছেন । চলতি মৌসুমে ৩৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে সেখান থেকে আয় করেছেন ৭০ হাজার টাকা। বাড়ির পুকুরটিতে মিশ্র পদ্ধতি মাছচাষ হচ্ছে । সেখান থেকেও বছর আয় হয়ে লাখ খানেক টাকা।বাংলানিউজএছাড়াও বাড়ির আনাচে-কানাচে লাগানো হয়েছে পেঁপে,আম,জাম,সুপারিসহ বিভিন্ন ফলজ ও ভেষজ গাছ। এমন সাজানো গোছানো 'সমৃদ্ধ' বাড়িতে গেলে যে কারোই মন জুড়িয়ে যাবে।

দম্পতি ওমর ফারুক মেম্বার ও ফরিদা ইয়াসমিনের বাড়িতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ে ।ফরিদা ইয়াসমিন বলছিলেন তার স্বচ্ছল জীবনের গল্প।পিকেএসএফ ও দ্বীপ উন্নয়নের দেওয়া প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ফলে তাদের পরিবারে এখন আর কোনো অভাব নেই।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা পল্লী ১ দশ ধরে এই চরাঞ্চলে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা সহ লাগসই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে।জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থা এ সব পরিবারের জন্য খাসজমি বরাদ্দের অ্যাডভোকেসি ও লবিং শুরু কর। সংস্থা সরকারের জাতীয় ও জেলাপর্যায়ে ভূমি সংস্কার কমিটিতে সম্পৃক্ত হয়।প্রাথমিক অবস্থায় হতদরিদ্র এসব পরিবারের ঋণ সহায়তার পরিমাণ ছিল মাত্র দুই হাজার টাকা। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নলেরচর ও নঙুলিয়াচরে ২০০৬ - ২০০৭ সাল থেকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগী সংস্থা হিসেবে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বর্তমানে পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থা হিসেবে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা চানন্দী ইউনিয়নে ২০১৭ সালের এপ্রিল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে এই ইউনিয়নে ৬০০ বাড়ি সমৃদ্ধ বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

উজ্জীবিত - পাশে দাঁড়ানোর গল্প

"স্যার, মা হওয়া টা কি পাপ? ছেলেটার জন্মের পর এই অবস্থা দেখে ওর বাবা আমাদের ফেলে চলে যায়। কোথায় যাব,কী খাবো তার কোন দিশা পাই না। ছেলেটার পেটে খালি খিদা। ২ থালি ভাত খায়, না দিলে খুব কাঁদে। আমি খাই না। যা পাই ওরেই খাওয়াই। মরতেও মন চায় না, আমি মরে গেলে আমার ছেলেটাকে কে দেখবে"

পিকেএসএফ এর সহকারি প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব ফয়জুর তারেক দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার মোহাম্মদপুর শাখা পরিদর্শনকালে বনফুল মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্য রাজিয়া বেগম তার হতভাগ্য সন্তান শামিম কে নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন।

এই নিস্পাপ শিশু টি জানেনা বা বুঝতেও না তা কে নিয়ে তার মা কতটা অসহায়। তার এই অবস্থার জন্য যে সমস্যাগুলো তৈরী হয় তার পুরোটা ই বয়ে বাড়াচ্ছে তার দুখিনী মা।

সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ওদের ভাগ্যা পরিবর্তন করার জন্য খুব ক্ষুদ্র ভাবে হলেও কাজ শুরু করলে তা এক সময় বড় এক আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে এই ভাগ্যহত মানুষ গুলোর জন্য।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কতৃক বাস্তবায়িত উজ্জীবিত প্রকল্প চেস্টা করছে এ ক্ষেত্রে কাজ করার। এ প্রকল্পের আওতা ভুক্ত কর্ম এলাকায় প্রায় ৪০ টি প্রতিবন্ধি পরিবার কে পরিবার প্রতি ৫০০০ টাকা করে ২ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান সহ প্রায় ১০০ জন প্রতিবন্ধি সদস্য ও তাদের সন্তানদের কারিগরী, কৃষিজ, অকৃষিজ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সাবলম্বি করে তোলার চেষ্টা করছে।

এছাড়া ও এই পরিবার গুলোর সন্তানদের বিনোদন ও মনোবৃত্তির বিকাশের জন্য বিভিন্ন ক্লাব,সম্মেলন ও খেলাধুলার ব্যাবস্থা করছে।

শামিম ও তার মা রাজিয়া বেগম

একদিন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ই পরিবর্তন আনবে। এই অসহায় মানুষগুলোর মুখে হাসি ফুটাবে। প্র মা কে অসহায়ের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। সমাজে পতিবন্ধিদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হবে এবং তাদের মুল্যায়ন হবে। এই প্রত্যাশা করি।

স্বাস্থ্য কথন

বৃষ্টির দিনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বৃষ্টি আমাদের জন্য অনেক ক্ষত্রেই সুফল বয়ে আনে আবার বৃষ্টির দিনে রোগ বালাই ও বেশি হয়। তাই এই সময়টাতে আমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকা চাই।

এই বর্ষা মৌসুমে জ্বর,সর্দী,কাশি,ডেংগু,ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া,কলেরা সহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ হয়,যা ক্ষেত্র বিশেষে জীবনঘাতি হয়ে উঠতে পারে। আর এই রোগ গুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এই মৌসুমে কিছু বিষয় খেলা করা জরুরী।

- প্রতিদিন গোসল করা।
- ময়লা পানি থেকে দূরে থাকা। বিশেষ করে শিশুদের ময়লা পানি তে খেলতে না দেয়া।
- মশা থেকে দূরে থাকতে মশারি/মশার কয়েল ইত্যাদি ব্যাবহার করা।বাড়ির আশেপাশে এবং বাড়ির ভেতর পরিচ্ছন্ন রাখা।ঘরের ভেতর যেন ভেজা ভেজা না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখা।
- রাস্তার খাবার না খাওয়া।
- বৃষ্টি তে না ভেজা এবং ছাতা/রেইনকোট ইত্যাদি ব্যাবহার করা। যদি বৃষ্টি তে ভিজে যেতে হয় তাহলে গোসল করে নেয়া।
- অকারনে চোখে,মুখে হাত না দেয়া।
- সব সময় হাত ধোয়া এবং নিজেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- সুষম খাদ্য গ্রহন করা এবং প্রচুর পরিমানে পানি পান করা।

কুইজ

১. ভাসমান বীজতলা তৈরিতে কি ব্যাবহার করা হয়?
২. বর্ষাকালে সুস্থ্য থাকতে কি করা উচিত?

কৃষি বার্তা

বর্ষা মৌসুমের কৃষিঃ নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। আমাদের রয়েছে ৪৫ লাখ হেক্টরের বেশি জলসীমা। গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ,নোয়াখালি জেলাসহ আরও অনেক জেলা বর্ষা মৌসুমে বিরাট অংশ জলাবদ্ধ থাকে। সেখানে বছরে প্রায় ০৬ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এ সময়ে সেখানে কোনো কৃষি কাজ থাকে না, ফসল হয় না, মানুষ বেকার জীবন-যাপন করে। জলমগ্ন কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ আগাছায় ঢাকা থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই উদ্ভাবন করেছেন ভাসমান কৃষি কার্যক্রম।

ভাসমান বেড তৈরির প্রধান উপকরণ কচুরিপানা। এছাড়া টোপাপানা, শেওলা, বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছা, ধানের খড় বা ফসলের অবশিষ্টাংশ, আখের ছোবড়া, ধানের কুড়া ইত্যাদি ব্যবহার করে ভাসমান বেড তৈরি করা যায়। পরিপক্ব গাঢ় সবুজ রঙের বড় ও লম্বা কচুরিপানা দিয়ে বেড তৈরি করলে বেডের স্থায়িত্ব বেশি হয়। পাটের তৈরি দড়ি বা দড়ি দিয়ে বল মেডা তৈরির করা হয়।এছাড়া নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া চারা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভাসমান বীজতলার ক্ষেত্রে অন্য স্বাভাবিক বীজতলার মতোই বীজের হার প্রতি বর্গমিটারে ৮০ থেকে ১০০ গ্রাম হবে। এক্ষেত্রে এক বিঘা জমি রোপণের জন্য ৩৫ বর্গমিটার বা প্রায় ১ শতক ভাসমান বীজতলার চারা ব্যবহার করা যায়। চারার বয়স ২০ থেকে ২৫ দিনের হলে চারা উঠিয়ে মাঠে রোপণ করা যেতে পারে। এতে ধানের চারা উৎপাদনের জন্য আর মূল জমি ব্যবহার করতে হয় না। জমি ব্যবহার সাশ্রয়ী হয়। জেগে উঠা খালি জমিতে তাড়াতাড়ি ফসল উৎপাদন করে বেশি লাভবান হওয়া যায়। এভাবে তৈরি চারা অন্যসব স্বাভাবিক চারার মতোই রোপণ করতে হবে এবং পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা অন্য স্বাভাবিক বীজতলার চারার মতোই হবে। উৎপাদিত চারা অন্য সব স্বাভাবিক চারার মতোই ফলন দেয়। পানিতে ভাসমান থাকার জন্য এ বীজতলায় সাধারণত সেচের দরকার হয় না, তবে মাঝে মধ্যে প্রয়োজনে ছিটিয়ে পানি দেয়া যেতে পারে।

সাধারণত বর্ষায় বন্যাকবলিত এলাকায় বীজতলা করার মতো জায়গা থাকে না।তাছাড়া বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর চারা তৈরির প্রয়োজনীয় সময় থাকে না।কচুরিপানা ও জলজ আগাছা দিয়ে তৈরিকৃত বেডে অনায়াসে আপদকালীন সময়ে আমনের অংকুরিত বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। তবে বীজ ছিটানোর আগে বেডের ওপর ২-৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ পুকুরের তলার কিংবা মাটির পাতলা কাদার প্রলেপ দিয়ে ভেজা বীজতলা তৈরি করতে হবে। বন্যার পানিতে যেন ভাসমান বেড ভেসে না যায় সেজন্য ভাসমান বীজতলার বেডকে দড়ির সাহায্যে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে।

ছিটানোর পর সতর্ক থাকতে হবে যেন পাখি বা অন্য কিছু বীজগুলো নষ্ট করতে না পারে।ভাসমান বেডে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে সমতল ভূমির তুলনায় ঘন করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়। আবার ভাসমান বেডে বেশি জৈব সারের কারণে জমিতে প্রচলিত চাষের তুলনায় ফসল দ্রুত বাড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ৩-৫ গুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। বন্যার শেষে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় এসব ভাসমান বেড যখন মাটির ওপর বসে যায় তখন তা ভেঙে জমিতে বিছিয়ে বা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সফলভাবে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায়। এছাড়া, মৌসুম শেষে পচা কচুরিপানা ফল গাছের গোড়ায় সার হিসেবে ব্যবহার করে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

ফল গাছের গোড়ায় পচা কচুরিপানা ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো যায়। আমাদের দেশে চাষযোগ্য জমিতে যে পরিমাণে জৈবসার ব্যবহার করা দরকার সেভাবে দেয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় দেশের নিম্ন অঞ্চলের জলাবদ্ধ এলাকার কচুরিপানা ব্যবহার করে সবজি ও মসলা উৎপাদন করলে নিরাপদ সবজি ও মসলা উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি জোগানের পাশাপাশি বর্ষাকালীন আমন ধানের চারা উৎপাদনসহ পচা কচুরিপানা জমিতে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন শক্তি বাড়বে,এবং জৈবকৃষি বা পরিবেশবান্ধব কৃষি বাস্তবায়নে মাত্রিক অবদান রাখবে। জমি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া যায়। পতিত জমি ব্যবহারে সুযোগ থাকে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে কৃষক ভাইয়েরা ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে বহুমাত্রিক কাজ করে কাংক্ষিত ফলন পেয়ে অধিকতর লাভবান হতে পারবেন। ভাসমান বেডে এ কার্যক্রমে সময় সাশ্রয় হবে, ফসলী জমি আগাম কাজে লাগানো যাবে, খরচও বাঁচবে, লাভ বেশি হবে এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি উৎপাদনে আরো বেশি সম্প্রসারিত হবে।

সৌজন্যেঃ কৃষি অধিদফতর

কার্যক্রম

সময়োপযোগী কার্যক্রমের মাধ্যমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিনিয়তই তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কল্যানে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সংস্থা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি সহ নানা আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থানানা কর্মসূচীর আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে ।

সমৃদ্ধি ঃ দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমুহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসুচী বা সমৃদ্ধি কর্মসূচী সংস্থা কতৃক পরিচালিত একটি সফল কর্মসুচী ।২০১৫ সাল থেকে সংস্থা কবিরহাট এবং নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নে এবং ২০১৭ সাল থেকে চানন্দী ইউনিয়নে এই কর্মসুচী পরিচালনা করছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর মাধ্যমে নদীভাঙ্গা চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় একটি বাড়ি কে সমৃদ্ধ বাড়ি রুপে তৈরি করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষন,ঋণ সহায়তা এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা হয় । এ ছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়মুখি করার কার্যক্রম সহ নানা কার্যক্রম এই কর্মসুচীর আওতায় পরিচালিত হয়। এই কর্মসুচীর আওতায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক,স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

উজ্জীবিত প্রকল্পঃ উজ্জীবিত প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল এর কর্ম এলাকার মানুষের টেকসই ভাবে ক্ষুধা এবং দারিদ্র দুরিকরন।এ প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য সেবা, মা-শিশু ও কিশোর-কিশরিদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামাজিক সচেতনতা মূলক নানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।কৃষিজ এবং অকৃষিজ বিষয়ক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে যুব সমাজ কে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়। উজ্জীবিত পুষ্টি গ্রাম এ সবজি বীজ,প্রাণিসম্পদের টিকা প্রদান,কিশোরী ক্লাবে উপকরণ প্রদান, কিশোরীদের পুষ্টি ও সামাজিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ যেমন সেলাই প্রশিখণ,গরু মোটা তাজাকরন ইত্যাদি ,কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সংযোগ স্থাপন সহ নানা কর্মসূচী পালন করা হয়। উজ্জিবীত কর্মসূচীর তে প্যারামেডিক দের মাধ্যমে প্রথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন প্রলল্পঃ ব্যাক্তিদের দুর্ভোগ কমাতে সহায়তা করা এ কর্মসুচীর লক্ষ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্পদ, লিঙ্গ এবং বয়স যাই হোক না কেন, তার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য একজন বয়স্ক ব্যাক্তির সামাজিক সু-বিধাগুলির উপর ভিত্তি করে এই কর্মসূচীটি চালু করা হয়।এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে তা হল- প্রত্যেক ইউনিয়নে বয়স্কদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, বয়স্ক ভাতা প্রদান, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা (হাঁটা লাঠি, কমোদস, কম্বল ইত্যাদি), বিশেষ সঞ্চয় এবং পেনশন তহবিলের প্রস্তাব, সমাজে বয়স্ক ব্যাক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি, পিতামাতার প্রতি ঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্বীকৃত প্রদান, গরিব বয়স্ক ব্যাক্তিদের যথাযথ ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান, বয়স্কদের নার্সিং প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণার্থী এবং বয়স্ক ব্যাক্তিদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি কর্ম সূচীঃ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের জন্য সমন্বিত স্বার্থের অংশ হিসেবে, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা শিশু-কিশোর ও যুবকদের জন্য 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচী' বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য যুবকদের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা তৈরি এবং স্কুল-ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার করা।মুলত একটি সামাজিক সচেতনতা মুলক কার্যক্রম। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, যুব সম্প্রদায় কে নানা ধরনের সুস্থ্য বিনদোনের মাধ্যমে সচেতন ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলা এই কার্যক্রমের উদ্দ্যেশ্য। বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, ফুটবল খেলার আয়োজন , মাদক ও জঙ্গী বিরোধী কর্মশালা ও র‍্যালি আয়োজনের ,আধ্যমে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা হয়।

আন্ধো রেডিও আন্ধো কথা কয় এই স্লোগান কে সামনে রেখে, **রেডিও সাগর দ্বীপ** হাতিয়া উপজেলায় প্রতিনিয়ত মা-শিশু স্বাস্থ্য, দুর্যোগের সময় করনীয় এবং দুর্যোগের পুর্বাভাস প্রদান, নানা শিক্ষামূলক এবং বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান প্রচার এর মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি রেডিও **রেডিও সাগর দ্বীপ** এক অনবদ্য অবদান রাখছে।

কৃষি,মৎস্য এবং প্রানি সম্পদ ইউনিটের এই কর্মসূচীর লক্ষ্য কৃষি,মৎস্য ও গবাদি পশুর মাধ্যমে আয় উৎপানের কার্যক্রম (আইজিএ) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং সুষম খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র বিমোচন। য়এই কর্মসূচীর আওতায় গোবাদী পশু পালন,কৃষি সম্প্রসারন এবং মাছ চাষ বিষয়ক প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ বিতরনের সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারীগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

রচনা ও সম্পাদনাঃ নূসরাত হায়দার। রাশেদুল হাসান।

Dwip Unnayan Songstha (DUS).Bangladesh
phone : +88 02 9122145
E-mail: dus.eddus@gmail.com
www.dusbangladesh.org